জান্নাতের সহজ পথ

শোকর, সবর, ইস্তেগফার ও ইস্তে'আযা

মূল

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ রাফী' উসমানী দামাত বারাকাতুহুম

ছদর ও মুহতামিম : জামিআ দারুল উলূম, করাচী

মুফতী আ'যম, পাকিস্তান

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ আশরাফ ছিদ্দীক

উস্তায : আল-জামি'আ আল-মাদানিয়া ফেনী

মাকতাবাতুল আশরাফ

দ্বীনী গ্রন্থের আস্থার ঠিকানা

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ০২-২২৩৩৫৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকাশকের কথা

জান্নাত। চির সুখের ও শান্তির ঠিকানা। মুমিনের পরম স্বপ্ন ও সফলতার ভুবন জান্নাত। তার ঈমানের কেন্দ্রবিন্দু জান্নাত। জান্নাতকে কেন্দ্র করেই তার ঈমান আবর্তিত হয়। তার জীবন পরিচালিত হয়। জীবনে তার আশা জান্নাত। মরণে তার স্বপ্ন জান্নাত। তার ইবাদত-সাধনার প্রাপ্তি জান্নাত। তার দুঃখ-বঞ্চনার সান্ত্বনা জান্নাত। আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে জান্নাত অর্জনই তার জীবন ও ঈমানের একমাত্র লক্ষ্য, একান্ত গন্তব্য ও চূড়ান্ত সফলতা।

যে জান্নাত পেয়েছে, সে-ই প্রকৃত সফল ও কামিয়াব হয়েছে। তার জীবন সার্থক হয়েছে। তার ঈমান যথার্থ হয়েছে। তার সফলতার ঘোষণা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দিয়েছেন এভাবে—

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ

অর্থ : অতঃপর যাকেই জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হলো ও জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো, সে-ই প্রকৃত অর্থে সফলকাম হলো।

[সূরা আলে-ইমরান (৩) : ১৮৫]

এই সফলতা অর্জনের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ্য় মুমিন বান্দাকে উজ্জ্বল ও সরল পথ নির্দেশ করা হয়েছে। যে পথে চলে সে সহজে তার স্বপ্নের জান্নাতে পৌঁছাতে পারে। এমনিতে কুরআন-সুন্নাহর সকল নির্দেশনাই সহজ, সমুজ্জল এবং হেদায়াত ও সফলতার মাধ্যম, কিন্তু সেসবের মধ্যে কিছু নির্দেশনা, কিছু আমল এমন আছে, যেগুলো মূলের ভূমিকা রাখে এবং যেগুলো অন্যান্য নির্দেশনার পথে চলাকে আরও সুগম, সুখময় ও গতিময় করে। ফলে জান্নাতের দিকে মুমিনের গন্তব্য আরও নিশ্চিত ও নিকটবর্তী হতে থাকে। এরকম আমলের তাওফীকের জন্যই হাদীস শরীফে এ দু'আ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে—

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَ مَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَ عَمَلٍ.

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে চাই জান্নাত এবং ওই কথা ও কাজ (-এর তাওফীক), যা (আমাকে) জান্নাতের নিকটবর্তী করে।"

(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩৮৪৬; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৮৬৯)

জান্নাতের নিকটবর্তী করতে পারে এমনই চারটি সোনালী আমলের আলোচনা উঠে এসেছে আমাদের বর্তমান পুস্তিকা "জান্নাতের সহজ পথ"-এ। এটি মূলত বর্তমান মুসলিম উম্মাহর অন্যতম মুরুব্বী, মুফতিয়ে আযম পাকিস্তান, হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ রাফী' উসমানী দামাত বারাকাতুহুম-এর একটি বয়ানের লেখ্যরূপ, যা তিনি "সিয়ানাতুল মুসলিমীন" পরিষদের আন্তর্জাতিক সেমিনারে পেশ করেছিলেন। এ বয়ানে তিনি বলেছেন, এ চার আমল শুধু জান্নাতের পথকেই সহজ করে না; বরং এ পার্থিব জীবনকেও জান্নাতের নমুনা বানিয়ে দেয়। বান্দা দুনিয়াতেই জান্নাতের স্বাদ ও মজা অনুভব করতে থাকে!

অমূল্য মহৎ এ রিসালার অনুবাদ করেছেন জামেয়া মাদানিয়া ফেনীর উস্তায মাওলানা মুহাম্মাদ আশরাফ ছিদ্দীক। আল্লাহ তা'আলা তাকে এবং মূল লেখককে নিজ শান মোতাবেক সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন এবং পুস্তিকার বার্তা ও উপকারিতাকে ব্যাপক ও মাকবুল করুন, আমীন।

আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী মূল্যবান পুস্তিকাটি ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। তারপরও কোনো ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। যদি কারও দৃষ্টিতে কোনো অসংগতি ধরা পড়ে, তাহলে আমাদেরকে অবগত করলে ইনশাআল্লাহ কৃতজ্ঞতার সাথে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেব।

তারিখ
১০ই যিলকদ ১৪৩৯ হিজরী
২৪শে জুলাই ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
দারুত তাসনীফ : মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, চতুর্থ তলা
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
জান্নাতের সহজ পথ ৭-৩২	
ভিন্নরকম তিন ব্যক্তি	৮
দ্বীনী মজলিস আল্লাহর নেয়ামত	৮
মৃত্যুর খবর কেউ জানে না	৯
মালাকুল-মওতের প্রসিদ্ধ ঘটনা	৯
একজনের ওপরই তোমার দু'বার দয়া হয়েছে	১০
তাওবার দরজা খোলা	১১
গুনাহ থেকে কীভাবে বাঁচবে?	১১
আব্বাজানের কাছে বায়'আতের দরখাস্ত	১৩
ইলমের ভূত ধ্বংসের উপায়	১৩
চারটি সোনালী আমল	১৪
মুরশিদের তোহফা	১৫
প্রথম আমল : শোকর ১৬-২০	
শোকরের ক্ষেত্র অনেক	১৬
অসংখ্য নেয়ামত আমরা পেয়েছি	১৭
শোকর করলে নেয়ামত বাড়ে এবং আযাব থেকে মুক্তি মিলে	১৭
এই ইবাদত জান্নাতেও চলবে	১৮
এক কাঠুরের ঘটনা	১৯
শোকর দ্বারা সবর ও তাকওয়া অর্জন হয়	১৯
অহংকার দূর হয়	২০
দ্বিতীয় আমল : সবর ২১-২৩	
'ইন্নালিল্লাহ' শুধু মৃত্যুর সাথে নির্দিষ্ট নয়	২২
মোল্লা নাসিরুদ্দীনের কথা	২২
ধৈর্যধারণকারীর ওপর আল্লাহর রহমত	২৩

বিষয়	পৃষ্ঠা

তৃতীয় আমল : ইস্তেগফার ২৪-২৭

শয়তানের চ্যালেঞ্জ ২৪
আল্লাহর দেওয়া হাতিয়ার ২৪
ইস্তেগফার দ্বারা গুনাহ মাফ হয় ২৫
গুনাহের ওপর প্রত্যেকবার তাওবা করবে ২৫
ইস্তেগফারের উপকারসমূহ ২৬

চতুর্থ আমল : ইস্তে'আযা ২৮-৩২

প্রত্যেক আশঙ্কায় আউযুবিল্লাহ পড়বে ২৮
এক চোরের অসহায়ত্ব ও নিঃস্বতা ২৯
তিরন্দাজের আঁচল জড়িয়ে ধর ৩০
এই চার আমলের অভ্যাস করুন ৩১
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের হেফাজত ৩১
এ উপহার অন্যের কাছে পৌঁছে দিন ৩২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَ نَعُوْذُبِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ سَنَدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ :

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

["হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় কর এবং মুসলমান হওয়া ছাড়া মৃত্যুবরণ করো না।"[১]]

মুহতারাম উলামায়েকেরাম ও সম্মানিত হাজিরীন!

আল্লাহর লাখো-কোটি শোকর যে, তিনি প্রতি বছর আমাদেরকে "সিয়ানাতুল মুসলিমীন" পরিষদের আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করার তাওফীক দান করছেন। এই সেমিনার অনেক বেশি উপকারী। এর অসীলায় সারা দেশে যাঁরা পরিষদের খেদমত করছেন তাঁদের পরস্পর সাক্ষাৎ হয় এবং মহব্বত সৃষ্টি হয়। আর মুসলমানদের সমবেত হওয়ার মধ্যেই বরকত নিহিত। দ্বীন শেখার উদ্দেশ্যে যখন মুসলমানগণ কোথাও একত্রিত হয় তখন আল্লাহর রহমতের বারি বর্ষণ হয়।[২] ফেরেশতাগণ তাদের পথে ডানা বিছিয়ে দেন। তাদের দোয়া কবুল হয়।[৩]

এ মুহূর্তে আমার মস্তিষ্কে অনেকগুলো বিষয়ই আছে। কোন বিষয়ে বলব ভাবছি। জরুরি বিষয়ও অনেক। এরকম পরিস্থিতিতে নিজেকে আল্লাহর সোপর্দ করাই উচিত। তিনি যা বলার তাওফীক দেন তাতেই কল্যাণ ইনশাআল্লাহ।

---

১. সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০২
২. সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭০০
৩. সুনানে তিরমিযী, হাদীস ২৬৮২

ভিন্নরকম তিন ব্যক্তি

এ মুহূর্তে একটি কথা মনে পড়ল। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে বসা ছিলেন। পাশে সাহাবায়ে কেরাম। তিনজন লোক মসজিদে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিতরে আছেন তাদের জানা ছিল না। যখন জানতে পারল, একজন তাড়াতাড়ি বসে পড়ল। দ্বিতীয়জন ভাবল, ফিরে যাওয়া খারাপ দেখায়, তাই সেও বসে পড়ল। তৃতীয়জন চলে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তিন ব্যক্তি এসেছে। একজন আল্লাহর কাছে আশ্রয় নিয়েছে, আল্লাহ তাকে আশ্রয় দিয়েছেন। আরেকজন লজ্জায় মজলিসে শরীক হয়েছে, আল্লাহও মজলিসের কাউকে সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করতে লজ্জাবোধ করেন। (তাই অন্যরা যেমন সাওয়াব পাবে সেও তা-ই পাবে।) তৃতীয় ব্যক্তি আল্লাহ থেকে বিমুখ হয়েছে, আল্লাহও তার থেকে বিমুখ হয়েছেন।[৪]

দ্বীনী মজলিস আল্লাহর নেয়ামত

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত মজলিস হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আঁচল আঁকড়ে ধরার মাধ্যম। তাই এরকম মজলিসে বসার উদ্দেশ্য এই হবে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোনো কথা কানে পড়বে, ফলে অন্তর বিগলিত হবে, হৃদয়ে জ্বলন সৃষ্টি হবে এবং আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের ফিকির আসবে। তাতেই আমাদের আমল ও আখলাক দুরস্ত হবে।

এই মজলিসগুলো আল্লাহর অনেক বড় নেয়ামত। কেননা এখানে একজন আরেকজন থেকে উপদেশ গ্রহণ করে। কাউকে ভালো কাজ করতে দেখলে দিলে চোট লাগে। 'হায়! আমি তো এই কাজ করি না, আমারও তো করা উচিত।' এবং পরস্পর মহব্বত বৃদ্ধি পায়। কাজ করা সহজ হয়। আর এ ধরনের মজলিসগুলোতে আল্লাহর ফযল ও করমে দোয়াও খুব দ্রুত কবুল হয়।

যেখানে আসাতিযায়ে কেরাম ও বড়রা বয়ান করেছেন, সেখানে আমার মত নগণ্যের কিছু বলা বেমানান। এই মিম্বরে বসে হযরত থানভী রহ.-এর বড় বড় খলীফাগণ বয়ান করেছেন। হযরত মাওলানা মুফতী

৪. সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৬

মুহাম্মাদ হাসান ছাহেব, আমার মুহতারাম আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব, হযরত মাওলানা খায়র মুহাম্মাদ জালন্ধরী ছাহেব, হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মাদ তৈয়্যব ছাহেব, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরীস কান্ধলভী ছাহেব, এবং হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান ছাহেব রহ. প্রমুখ সকলেই বয়ান করেছেন। তাই এমন জায়গায় বয়ানের কল্পনা করা মুশকিল। কিন্তু বড়দের হুকুম এবং ইন্তেযাম ও ব্যবস্থাপনার দাবি। তাই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় বসলাম। যাতে আপনাদের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আলোচনায় শরীক হতে পারি।

আমি খুতবায় যে আয়াতটি পড়েছি তাতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, এমন ভয় কর যেমন ভয় করা তাঁর হক। অর্থাৎ যে-সকল কাজ করতে তিনি বারণ করেছেন তার কাছে যেও না। আর যে-সব হুকুম তিনি দিয়েছেন তা পালনে ত্রুটি করো না। এটাই তাকওয়া। তিনি ইরশাদ করেন, 'তোমরা ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে কিছুতেই মৃত্যুবরণ করো না।' অর্থাৎ তাঁর নাফরমানী করা অবস্থায় মরো না।

মৃত্যুর খবর কেউ জানে না

জীবন-মরণ তো মানুষের হাতে নেই। কেউ জানে না, মৃত্যু কখন আসবে এবং কীভাবে আসবে? মৃত্যুর ফেরেশতাকে তালিকা দেওয়া হয় যে, অমুকের রূহ কবজ করতে হবে। অথচ সে লোক বহু বছরের পরিকল্পনায় ব্যস্ত! 'অমুক কাজ আগামী বছর এভাবে করতে হবে।' 'এ কাজ আগামী মাসে এভাবে করতে হবে।' তার দীর্ঘ পরিকল্পনা দেখে মালাকুল-মওত হাসেন, 'এই বেচারা জানে না তার জীবনের সামান্য সময়ই বাকী আছে!' মালাকুল-মওতের দয়াও হবে না। তিনি তো আল্লাহর হুকুমের অনুগত। তাকে যা হুকুম করা হবে তিনি তা-ই করবেন।

মালাকুল-মওতের প্রসিদ্ধ ঘটনা

একবার আল্লাহ তা'আলা মালাকুল-মওতকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তো অসংখ্য জীবের জান কবজ করেছ। রাতদিন এই-ই তোমার ব্যস্ততা। বল তো, কখনো কি কারও জান নিতে তোমার দয়া হয়েছিল? ফেরেশতা বললেন, শুধু দু'জন মানুষের প্রতি দয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

তারা কারা, যাদের প্রতি তোমার দয়া হয়েছিল? ফেরেশতা বললেন, একটি সামুদ্রিক জাহাজের ঘটনা। সে জাহাজে মহিলা এবং শিশুও ছিল। হঠাৎ ঝড় শুরু হলো এবং ঝড়ের তীব্রতায় জাহাজ ডুবে গেল। কিছু মানুষ নিমজ্জিত হলো। আর কিছু মানুষ কাঠখণ্ড ধরে সাঁতার কেটে জীবন বাঁচাল।

ওই জাহাজে এক গর্ভবতী মহিলা ছিল। সে জাহাজের একটি বড় কাঠ হাতের কাছে পেল। ঝড়ের সেই আঁধার রাতে মহিলাটি সমুদ্রের ঠিক মাঝখানে কাঠখণ্ডটি আঁকড়ে রইল। ওই অবস্থায় বাচ্চা প্রসব করল। বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে রাখল। বাচ্চার না আছে পানাহারের কিছু, আর না আছে হেফাজতের কোনো ব্যবস্থা। হে মহান বিধাতা! এমন পরিস্থিতিতে আপনার হুকুম হলো, ওই মহিলার রূহ কবজ করো। হে আল্লাহ! আমি তার জান তো কেড়ে নিলাম, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার দয়া হয় এবং চিন্তা করি, জানি না ওই বাচ্চার পরে কী হয়েছে?

আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, দ্বিতীয়বার কার ওপর রহম হয়েছে? মালাকুল-মওত বললেন, শাদ্দাদ নামে আপনার এক অবাধ্য বান্দা ছিল। তাকে আপনি রাজত্ব ও ধনসম্পদের প্রাচুর্য দিয়েছিলেন। সে বলল, আমি দুনিয়াতে জান্নাত বানাব। বানানোর কাজ শুরু করল। শতসহস্র কোটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) নির্মাণকাজে ব্যয় করতে লাগল। তার সিদ্ধান্ত, জান্নাত পূর্ণ প্রস্তুত হলেই সে তাতে প্রবেশ করবে। বছরের পর বছর অপেক্ষা করে যখন প্রবেশের সময় হলো, এক পা জান্নাতের ভিতরে রাখল আরেক পা এখনও বাহিরে। এমন সময়ে আপনার হুকুম হলো, তার প্রাণ নিয়ে নাও। আমি প্রাণ কেড়ে নিলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত দয়া হয় যে, এত বছর মেহনত করে এবং এত অর্থ ব্যয় করে (শেষ পর্যন্ত) সে জান্নাত দেখার সুযোগ পেল না!

একজনের ওপরই তোমার দু'বার দয়া হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মালাকুল-মওত! তোমার একজনের ওপরই দু'বার দয়া হয়েছে। তুমি জান না, এই শাদ্দাদই ওই শিশু, যার মায়ের জান কবজ করেছিলে তুমি ঝড়ের সেই আঁধার রাতে। আমি আমার অসীম রহমত ও পালনক্ষমতা দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। লালনপালন করে বড় করেছিলাম। মেধা, বিচক্ষণতা, শক্তি, সামর্থ্য ও

ইজ্জত দান করেছিলাম। এমনকি আমি তাকে বাদশাহ বানিয়েছিলাম। যখন সে বাদশাহ হলো, আমার মুকাবিলায় জান্নাত নির্মাণ শুরু করল। তোমার একজনের ওপরই দু'বার দয়া হয়েছে।[৫]

হায়াত ও মওতের কোনো ভরসা নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

"মুসলমান হওয়া ছাড়া মৃত্যুবরণ করো না।"

মৃত্যু তো ইচ্ছাধীন নয়। কিন্তু একটি জিনিস ইচ্ছাধীন। তা হলো, ভালো অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা। সেজন্য করণীয় হলো, নিজেকে সকল প্রকার গুনাহ থেকে সবসময় বাঁচিয়ে রাখা। এবং যখনই গুনাহ হবে, সঙ্গে সঙ্গে তাওবা ও ইস্তিগফার করে নেওয়া।

তাওবার দরজা খোলা

আল্লাহর দরবারে তাওবার দরজা সর্বদা খোলা। গুনাহ হবে, তো বান্দা মাফ চাইতে থাকবে আর আল্লাহ ক্ষমা করতে থাকবেন। যখন মওতের ফেরেশতা চাক্ষুষ করবে, মৃত্যুর যন্ত্রণা আরম্ভ হবে, কেবল তখনই তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তবে যে ব্যক্তি তাওবা-ইস্তিগফারে অভ্যস্ত, আল্লাহ মাফ করুন, যদি গুনাহ করতে করতে তার মৃত্যু এসে যায়, তাহলে তার একটি গুনাহই বাকি থাকবে, যার জন্য তাওবা করার তার সুযোগ হয়নি। এজন্য সর্বদা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ফিকির হওয়া উচিত।

গুনাহ থেকে কীভাবে বাঁচবে?

কিন্তু প্রশ্ন হলো, গুনাহ থেকে বাঁচব কীভাবে? কারণ চারদিকে ফেতনার সয়লাব। ফেতনা পুরো সমাজকে গ্রাস করে ফেলেছে। মানুষ কীভাবে নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচাবে? চোখ, কান, হাত ইত্যাদি কীভাবে হেফাজত করবে? গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচানো অনেক কঠিন। এ কঠিন কাজটি করার জন্যই উলামায়ে কেরাম, সূফিয়ায়ে কেরাম ও বুযুর্গানেদ্বীন

৫. শাদ্দাদের বেহেশ্‌ত ও মৃত্যুর ঘটনা বানোয়াট। দেখুন : তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা ফাজ্‌র, (আয়াত ৬, ৭, ৮); আল-ইসরাঈলিয়্যাত ওয়াল মাওযূআত ফী কুতুবিত তাফসীর, পৃ. ২৭৪-২৭৭; মাসিক আল কাউসার, সেপ্টেম্বর সংখ্যা ২০১৫ (প্রচলিত ভুল বিভাগ)। জন্মের ঘটনা সম্পর্কে এখনও কিছু পাইনি। –অনুবাদক

তাগিদ দিয়েছেন। কুরআন মাজীদ নির্দেশ দিচ্ছে, তোমরা ভালো মানুষের সোহবত ও সান্নিধ্য গ্রহণ কর। তাঁদের সঙ্গে বেশি বেশি সময় কাটানোর চেষ্টা কর, তাঁরা মানুষদেরকে পরিশ্রম, সাধনা ও মুজাহাদা করান। যাতে গুনাহ থেকে বাঁচা সম্ভব হয় এবং নেক কাজ করা সহজ হয়। আর এ সব কিছুর খোলাসা হলো, এর ফলে দিলে এমন হালত সৃষ্টি হবে যে, ভালো কাজের প্রতি স্পৃহা জাগবে। গুনাহের ভয় অন্তরে বসে যাবে। এমন হালত আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে থাকার দ্বারা অর্জন হয়। কুরআনুল কারীমের বাণী—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর (অর্থাৎ গুনাহ থেকে দূরে থাক, যার পদ্ধতি হলো) নেককারদের সোহবতে থাক।"[৬]

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হলো আল্লাহর বিশেষ করম ও দয়া। আর গুনাহে লিপ্ত হওয়া আল্লাহর গজব। আসল কথা হলো, যখন আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক মজবুত হয়ে যায়, তখন চাইলেও গুনাহ হয় না। অন্তরে এমন নূর সৃষ্টি হয় যে গুনাহের কাছে যেতেও ভয় লাগে। আল্লাহ তা'আলা এমন হালত ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেন যে, বান্দা অনিচ্ছায়ই গুনাহ থেকে বেঁচে যায়। গুনাহ থেকে বেঁচে যাওয়া আল্লাহ তা'আলার বড় ইহসান।

আর যখন কেউ গুনাহে লিপ্ত হয় তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড় পেতে থাকে। ছাড় পেতে পেতে হঠাৎ একদিন আল্লাহ পাকড়াও করে বসেন। তাহলে এই ছাড় পাওয়া মূলত আল্লাহর গজব। আল্লাহ রাব্বুল-আলামীন ইরশাদ করেন,

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ﴿١٢﴾

"অবশ্যই তোমার রবের পাকড়াও অনেক কঠিন।"[৭]

বুযুর্গদের সোহবত ও তারবিয়তের বরকতে ভালো কাজ করা সহজ ও মজাদার হয়ে যায়। গুনাহের কাজ কঠিন হয়ে যায় এবং গুনাহের কাজে ভয় হতে থাকে। বুযুর্গদের সঙ্গে বায়'আতের সম্পর্ক এজন্যই করা হয়।

---

৬. সূরা তাওবা, আয়াত ১১৯

৭. সূরা বুরূজ, আয়াত ১২

আব্বাজানের কাছে বায়'আতের দরখাস্ত

আমার মুহতারাম আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. মুফতীয়ে আ'যম পাকিস্তান। যারা তাঁকে চেনেন তারা জানেন, তিনি সন্তানদের প্রতি কেমন দয়াপরবশ ছিলেন। এমনকি মানুষ তাঁকে দিয়ে সন্তানের মহব্বতের উপমা দেয়। আর তিনি তো আমার উস্তাযও ছিলেন। তাই মহব্বত আরও বেশি ছিল। আব্বাজানের কাছে কয়েকবার বায়'আতের আবেদন করেছি। প্রতিবার তিনি বলেছেন, হযরত ডাক্তার আবদুল হাই আরেফী ছাহেবের কাছে বায়'আত হও। আমার বুঝে আসত না যে, হযরত ডাক্তার আবদুল হাই আরেফী ছাহেবের কাছে বায়'আতের ব্যাপারে এত পীড়াপীড়ি কেন?

একবার আব্বাজানের সাথে প্রায় দু'মাস আফ্রিকার সফরে থাকার সৌভাগ্য হয়েছে। করাচীতে একান্তে কথা বলার সুযোগ কম হতো। সব সময় মানুষের ভিড় থাকত। সফরের একাকিত্বকে গনীমত মনে করে আবার বায়'আতের দরখাস্ত করলাম। ওই দিন মুহতারাম আব্বাজান একটু বেশি গম্ভীর হয়েই বললেন, ইতিহাসে এরকম অনেক উদাহরণ তো পাওয়া যায় যে, ছেলে পিতার কাছে বায়'আত হয়েছে এবং আল্হামদুলিল্লাহ সফলতাও লাভ হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে উভয়জনের অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কেননা পীর-মুরীদীর সম্পর্কে প্রথমদিকে অকৃত্রিমতা বা অন্তরঙ্গতা ক্ষতির কারণ হয়। আর পিতা-পুত্রের সম্পর্ক অকৃত্রিম হয়। তাই আমাদের উভয়ের জন্য এ কাজ মুশকিল হবে। অতএব তোমরা হযরত ডাক্তার ছাহেবের কাছে বায়'আত হও।

ইলমের ভূত ধ্বংসের উপায়

তারপর হযরত বললেন, এর বড় একটা ফায়দা এ হবে যে, যখন একজন আলেম এমন পীরের হাতে বায়'আত হবে, যাকে নিয়মতান্ত্রিক আলেম মনে করা হয় না, তখন মাথা থেকে ইলমের ভূতও বের হয়ে যাবে। কেননা আলেমের সবচেয়ে বেশি ধ্বংস ও ক্ষতি তার ইলম থেকে হয়। এটা তাকে কখনো জাহান্নাম পর্যন্তও নিয়ে যায়। কারণ দো-জাহানের সর্দার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ওই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে।[৮]

৮. সহীহ মুসলিম, হাদীস ৯১

মোটকথা হযরত আব্বাজান আমাদের উভয়কে অর্থাৎ মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব ও আমাকে আরেফবিল্লাহ হযরত ডাক্তার আবদুল হাই ছাহেব রহ.-এর হাতে সোপর্দ করেন। আমরা তাঁর কাছে বায়'আত গ্রহণ করি।

আমি মাঝে মাঝে চিন্তা করি, আমার ওপর আব্বাজানের কী পরিমাণ ইহসান ও অনুগ্রহ! তিনি আমার দয়াপরবশ পিতাও, উস্তাযও এবং মুরব্বীও। তাঁর সবচেয়ে বড় ইহসান এই যে, তিনি আমাদের হাত একজন আরেফবিল্লাহর হাতে দিয়েছেন। আব্বাজানের ইন্তেকালের পর যখন জানাযা রাখা হলো, আমি পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে ছিলাম, ডাক্তার সাহেবও সেখানে দাঁড়ালেন। আমি ডাক্তার সাহেবকে বললাম, আপনার বর্তমানে আমরা নিজেদেরকে এতীম মনে করি না। হযরত সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, আপনাকে এমনই মনে করতে হবে। ইনশাআল্লাহ আমি এর হক আদায়ের চেষ্টা করে যাব। তিনি তাঁর কথা পুরোপুরি রক্ষা করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত বিস্ময়করভাবে আমাদের যত্ন নেন। এরজন্য আমি যতই শোকর করব তা কম হবে।

চারটি সোনালী আমল

একবার হযরত (ডাক্তার আবদুল হাই আরেফী রহ.) বলেন, আগের যুগে আত্মশুদ্ধির জন্য কঠোর মুজাহাদা ও অসাধারণ মেহনত করতে হতো। এখন মানুষের সেরকম সাধনার সাধ্য নেই। আমি আপনাকে একটি সহজ ফর্মুলা বাতলে দেব, যা অনেক সংক্ষিপ্ত, তবে খুব দ্রুত কাজ করে। তা হলো চারটি আমল। এ চারটি আমল শরীয়ত ও তরীকত উভয়ের প্রাণ। আবার তা এত সহজ যে, জান-মাল ও সময় কিছুই ব্যয় হয় না। মানুষ যদি এ কাজগুলোয় অভ্যস্ত হয় তাহলে আল্লাহর সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, যার আনন্দ জীবনে অনুভূত হয় এবং দিলের হালত ইসলাহের উপযুক্ত হয়। এরপর ধীরে ধীরে ওই মাকাম হাছিল হয় যে, মানুষ চাইলেও গুনাহ করতে পারে না!

আমল চারটি হলো :

১. শোকর ২. সবর ৩. ইস্তেগফার ৪. ইস্তে'আযা (আশ্রয় প্রার্থনা)

এক্ষেত্রে হযরত আরেফী রহ. যা-কিছু বলেছেন, আমার ভাই মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব তা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং (পরে)

'মামূলাতে ইয়াওমিয়্যাহ' নামে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ পেয়েছে। কয়েক ভাষায় তা অনূদিতও হয়েছে।[৯]

একদিন হযরত আরেফী রহ. বললেন, মওলভী রফী! 'মামূলাতে ইয়াওমিয়্যাহ' পড়েন? আমি বললাম, আলহামদুলিল্লাহ পড়ি। হযরত বললেন, এক অক্ষর এক অক্ষর করে পড়বেন। শেষ হলে আবার শুরু করবেন। তারপর মুচকি হেসে বললেন, এ রেসালা আমি মূলত আপনাদের দুভাইয়ের জন্য লিখেছি। আমার ভয় হয় যে, অন্যরা এর দ্বারা উপকৃত হবে, আর আপনারা দুভাই একে ভুলে বসে থাকবেন।

এরপর তিনি নিজের একটি ঘটনা শোনালেন। বললেন, আমাকে আমার মুরশিদ হযরত থানভী রহ. একদিন এক বোতল মধু দিলেন। আমি আনন্দচিত্তে তা ঘরে নিয়ে এলাম এবং ভাবলাম, এত বড় বরকতের জিনিস এমনি খেয়ে ফেললে তো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। তাই সময়ে সময়ে তা সামান্য সামান্য আহার করব। সেমতে খুব হেফাজত করে কাপড় পেঁচিয়ে তা রেখে দিলাম। কয়েক মাস পর একদিন রোযা রাখলাম। ভাবলাম ওই মধু দিয়ে ইফতার করব। খুলে দেখি! পুরো বোতল মোটামোটা পিঁপড়ায় ভর্তি হয়ে আছে; মধু নেই। 'মামূলাতে ইয়াওমিয়্যা'র ব্যাপারেও আমার এই ভয় হয় যে, মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হবে, আর আপনারা এটাকে অনেক হেফাজত করে রেখে দেবেন!

মুরশিদের তোহফা

আজ আমি আপনাদেরকে আমার মুরশিদের তোহফা দেব। এ তোহফা তিনি আমাকে চৌদ্দ বছরের সাহচর্যে দিয়েছেন। আশা করি মূল্যায়ন করবেন। আমার মুরশিদ বলতেন, এটা আমার মুরশিদের উপঢৌকন। তাঁর মুরশিদ বলতেন, এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপঢৌকন। তিনি বার বার বলতেন, শোকর, সবর, ইস্তেগফার ও ইস্তে'আযা—এ চার আমলের অভ্যাস করুন।

---

৯. বাংলা ভাষায়ও তা অনূদিত হয়েছে এবং মাকতাবাতুল আশরাফ কর্তৃক প্রকাশিত "আত্মশুদ্ধি" বইয়ের শেষে "দৈনন্দিন আমল ও আত্মশুদ্ধির সংক্ষিপ্ত সিলেবাস" নামে সংযোজিত হয়েছে। এখন তা ভিন্নভাবেও প্রকাশ করা হচ্ছে।
–দারুত তাসনীফ, মাকতাবাতুল আশরাফ

প্রথম আমল : শোকর

প্রথম বিষয় হলো শোকর। সর্বপ্রথম এই অভ্যাস করা উচিত যে, সকালে ঘুম থেকে উঠে এবং রাতে ঘুমানোর পূর্বে নিজের প্রতি এবং নিজের চারপাশের প্রতি হালকা দৃষ্টি দেবেন এবং আল্লাহর দেওয়া দ্বীন-দুনিয়ার নেয়ামত স্মরণ করে সংক্ষিপ্ত শোকর আদায় করবেন। বিশেষ করে ঈমান ও সুস্থতার শোকর করবেন এবং এ নেয়ামতগুলোর সঠিক ব্যবহারের প্রতিজ্ঞা রাখবেন। এ ছাড়া যে-যে নেয়ামতই স্মরণ হবে মনে মনে তার শোকর আদায় করে নেবেন। যখনই মর্জি মোতাবেক কোনো কাজ হবে, যদ্বারা দিল খুশি হয় ও অন্তর শান্তি পায়, তখন বলে ফেলুন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বা اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ।

শোকরের ক্ষেত্র অনেক

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অসংখ্য কাজ মানুষের মর্জি মোতাবেক হয়। সকালে চোখ খুললাম, শরীর পূর্ণ সুস্থ, তো বলব, আলহামদুলিল্লাহ। নামাযে গিয়ে জামাত পেয়ে গেলাম, বলব, আলহামদুলিল্লাহ। সকালে নাস্তার ব্যবস্থা হলো, আলহামদুলিল্লাহ। কাজে যাচ্ছি, ভয় হচ্ছে, না জানি দেরি হয়ে যায়! কিন্তু সঠিক সময়ে পৌঁছে গেলাম, আলহামদুলিল্লাহ। বাসে যাব, বাস পেতেও পারি, নাও পেতে পারি, পেয়ে গেলাম, আলহামদুলিল্লাহ। বাসে উঠলাম, জানি না আসন পাব কি পাব না, পেয়ে গেলাম, আলহামদুলিল্লাহ। ফিরে এসে ঘরওয়ালাদেরকে হাসিখুশি দেখলাম, আলহামদুলিল্লাহ। গরমের মধ্যে শীতল বায়ুর ঝাপটা লাগল, আলহামদুলিল্লাহ। ছোট হোক বড় হোক যে কাজই মর্জি মোতাবেক হয়ে যাবে, যেমন কোনো দোয়া কবুল হলো, কোনো কথা দ্বারা দিল খুশি হলো, অন্তর শান্তি পেল, কোনো ভালো কাজের তাওফীক হলো। সবকিছুর জন্য দিল ও যবান দ্বারা শোকর আদায় করার অভ্যাস করুন। এতে না সময় ব্যয় হয়, না সম্পদ খরচ হয়, না কোনো মেহনত করতে হয়।